সাফল্য আসছে তবে ধীরে

মিশায়েল আহ্‌মাদ ও সাইমন মোহসিন

বাংলাদেশ এখন স্বদেশে খেলা জিততে পারে- এমন একটি ধারণা বা বিশ্বাস আমরা পোষণ করতে পারি। সিরিজ জেতার ক্ষমতা হয়তো হয়েছে, তবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু অবশ্যই টাইগাররা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। ২০০৪-এর ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে জিতেছিলো। ২০০৫-এর শুরুতে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট-ওয়ানডে দুটো সিরিজই জিতেছে। শক্তিমান প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দাঁড়াতে না পারলেও চার মাস পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ানডে জিতেছে যোগ্য দল হয়েই। অবশ্য তৃতীয় ম্যাচ হেরে সিরিজ খোয়াতে হয় এই বেলায়ও।

যে দল এক সময় টেস্ট কিংবা ওয়ানডে ম্যাচে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতো, সেই

NwYe‡ji Rv`Ki giwjaib

Avkivdj I AvdZve : †U÷ wmwi‡R `B fimv

দল গত এক-দেড় বছর ধরে নিজ মাঠে সিরিজে অন্তত একটি করে ম্যাচ জিতছে। এটা অবশ্যই দলের অগ্রগতির কথা বলে। গত গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করা এ অগ্রগতির উজ্জ্বল উদাহরণ। মোদ্দাকথা, ধীরে ধীরে জয়ের অভ্যাস হচ্ছে। আসল পরীক্ষা হবে টেস্টে।

প্রথম টেস্ট দিয়ে অভিষেক হতে যাচ্ছে চট্টগ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামের। তৃতীয় ওয়ানডে দেখে বোঝা গেছে ওই উইকেটে ৫ দিন টিকে থাকা কষ্টকর হবে। দ্বিতীয় দিনেই স্পিনিং উপযোগী হবে। পেসারদের জন্য হবে মরুভূমি। তবে ফ্ল্যাট পিচ হলেও ব্যাটসম্যানদের স্পিনের বিরুদ্ধে ভালো রকম প্রস্তুতি নিয়ে নামা বাঞ্ছনীয়। ওয়ানডে সিরিজের পর বাদ পড়েছেন মাসরাফি, নাজমুল, রানা ও রাজ্জাক। মাসরাফিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে বিশ্রম দিতে হচ্ছে। আর দলে ডাক পেয়েছেন নাফিস ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, এনামুল জুনিয়র ও পেসার শাহাদত হোসেন রাজিব। লঙ্কা দলে টেস্ট সিরিজের জন্য আসছেন মুরলিধরন। ফলে টাইগারদের যথেষ্ট সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে হবে। চট্টগ্রাম টেস্টের বাংলাদেশ একাদশ এ রকম হতে পারে—

ওপেনিং : ওমর-নাফিস ইকবাল; মিডল ওর্ডার : বাসার, আশরাফুল, আফতাব, কাপালি ও মাসুদ; স্পেশালিস্ট স্পিনার : রফিক ও এনামুল এবং পেসার : রাজিব ও রাসেল। প্রথম সাতজন ব্যাটসম্যান। ব্যাটিংয়ের আধিক্য থাকাটা খুব জরুরি টেস্টে। ৫ দিনের টেস্টে অনেকক্ষণ ব্যাট না করলে ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব নয়। সনাতনী পদ্ধতিতে ওপেনারদের কাজ হবে ভিত গড়ে দেয়া। ইকবালকে আমরা শাহরিয়ার নাফিসের স্থলে দেখছি, কারণ অভিজ্ঞতা। তার ওপর আমাদের সবার মনে আছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওমরকে সঙ্গে নিয়ে শতক হাঁকিয়ে দলকে সাহসের সঙ্গে বাঁচিয়েছিলেন ইকবাল। সে রকম কিছু এবারও প্রয়োজন। মিডল অর্ডার প্রতিভাসম্পন্ন হলেও আস্থাভাজন নয়। বাশার ও আশরাফুলের ঝোঁকের মাথায় চার মারা ও পরেই চিরায়িতভাবে উইকেট বিলিয়ে আসার বিষয়টি খুবই আশঙ্কাজনক। ওই অভ্যাস পরিহার না করলে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ভার নিতে হবে তাদের। আফতাব ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে আস্থাভাজন। দলের কঠিন সময়ে রুখে দাঁড়াবার ব্যাপারটি তিনি প্রতিনিয়ত প্রমাণ করছেন, যা দলের জন্য বিশাল পাওয়া। কাপালি খেলবেন অলরাউন্ডার হিসেবে। মাসুদ ও কাপালিকে লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাটিং ধরে রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। চারজন বিশিষ্ট বোলার খেলানো দরকার। দুজন পেসারের বেশি হলে বিষয়টা 'সুইসাইডাল' হয়ে যাবে। এই মরা স্পিনিং ট্র্যাকে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের পর পেসারদের জন্য তেমন কিছুই থাকবে না।

আফতাবের বোলিংকে অধিনায়ক ব্যবহার করতে পারেন যদি তার তৃতীয় পেস অপশনের প্রয়োজন হয়। রফিক ও এনামুল জুনিয়র দেশসেরা স্পিনার। তাদের ওপর নির্ভর করছে টেস্টে দেশের ভালো-খারাপ খেলার ব্যাপারটা। তাদের সঙ্গে কভার হিসেবে থাকছেন কাপালি ও আশরাফুলের লেগ স্পিন। দল পাচ্ছে ১১ জনের মধ্য থেকে সাতজন ব্যাটসম্যান ও সাতজন বোলার।

শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের সময় বাশারের যুদ্ধনীতি কী হয় সেটা দেখবার বিষয়। ইতিহাস বলে, তিনি আক্রমণাত্মক নন। সাঙ্গাকারা, দিলশান, সামারাউইরা, জয়াবর্ধনেদের দুবার প্যাভিলিয়নমুখী করতে হলে যথেষ্ট হোমওয়ার্কের দরকার হবে। দলের সীমিত বোলিং অপশনকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৫ দিন টিকে থাকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার টাইগারদের জন্য। একইভাবে বোলিং-ব্যাটিং হতে হবে নির্ভুল। উইকেট থ্রো করে এসে পরে অনুশোচনায় মাথা চাপড়ানোর দৃশ্য খুব বিরক্তিকর। সেটা বাশার-আশরাফুলদের অনুধাবন করার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আগ্রাসী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। টেস্ট জয় চাওয়া প্রায় চাঁদ চাওয়ার মতো অসম্ভব কিছু না হলেও অনেক সাধনার ব্যাপার। তাই আশা করছি, সিংহদের সঙ্গে যেন নিজভূমিতে টাইগাররা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলো। এটা খুব প্রয়োজন।